দৈনিক খবর

30 MAR 1990
পৃষ্ঠা 2

76

বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা তলবী সভার প্রশ্নে অটল

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪ জন শিক্ষকের তলবী সভা আহবানের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেও বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা তলবী সভার প্রশ্নে অটল রয়েছেন। তারা আগামী রোববার সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে জরুরী তলবী সভা ডেকেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

২-এর পাতায় দেখুন

বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফেডারেশনের সভাপতি ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মসিহুজ্জামানসহ ৫৪ জন শিক্ষক গত ২৮শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগের আইনগত দিক সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে এক চিঠি দেন। গত ২৭শে মার্চ অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণ সভায় বিষয়টি আলোচনাকালে কোন নিষ্পত্তি ছাড়াই সভা শেষ করায় তারা এ চিঠি দেন। ছিঠিতে বলা হয়, অধ্যাপক আবদুল মান্নান উপাচার্য হিসেবে পদত্যাগ করায় উপাচার্যের পদে যে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেখানে উপ-উপাচার্যকে দায়িত্ব না দিয়ে অথবা কাউকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিম্বা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিযুক্ত না করে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সরাসরি নিয়মিত উপাচার্য নিয়োগ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১১(২) ধারা লংঘিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য গতকাল ২৯শে মার্চ সকাল ১১টার মধ্যে শিক্ষক সমিতির এক জরুরী তলবী সভা আহবান করার জন্য চিঠিতে অনুরোধ করা হয়। এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে গত ২৮শে মার্চ রাত সাড়ে সাতটায় সমিতির কার্যকরী পরিষদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তলবী সভার প্রস্তাব ১১-৩ ভোটে নাকচ করে দিয়ে বলা হয়, বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১১(২) ধারা মোতাবেক হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বর্তমান কার্যকরী পরিষদে শিক্ষকদের তিনটি প্যানেলের মধ্যে 'সাদা'র সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্যও 'সাদা' প্যানেলের একজন নেতা ছিলেন।

জানা গেছে, শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৫৪ জন শিক্ষক তলবী সভা অনুষ্ঠানের প্রশ্নে অটল রয়েছেন। তারা আগামী রোববার এ সভা আহবান করেছেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোন ইস্যুতে সমিতির কার্যকরী পরিষদ অবহেলা দেখালে সমিতির ৩০ জন সদস্য চাইলে তলবী সভা আহবান করতে পারেন। এক্ষেত্রে সমিতির কার্যকরী পরিষদের সম্মতি না থাকলেও ৩০ জন সদস্যের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তলবী সভার দিন, তারিখ, স্থান, সময় নির্ধারণ করে নির্ধারিত সভা করতে পারেন এবং উপস্থিত সদস্যদের যে কোন একজনকে সভাপতি করে অনুষ্ঠিত এ সভা সমিতির নিয়মিত সভা হিসেবে গণ্য হবে। এ সভার সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য নিয়োগের প্রশ্নে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আদালতের শরণাপন্ন হবার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে জানা গেছে।